টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৫শে চৈত্র বুধবার, ১৩৭৬ ইং 8th April. 1970 | ৪৪শ সংখ্যা

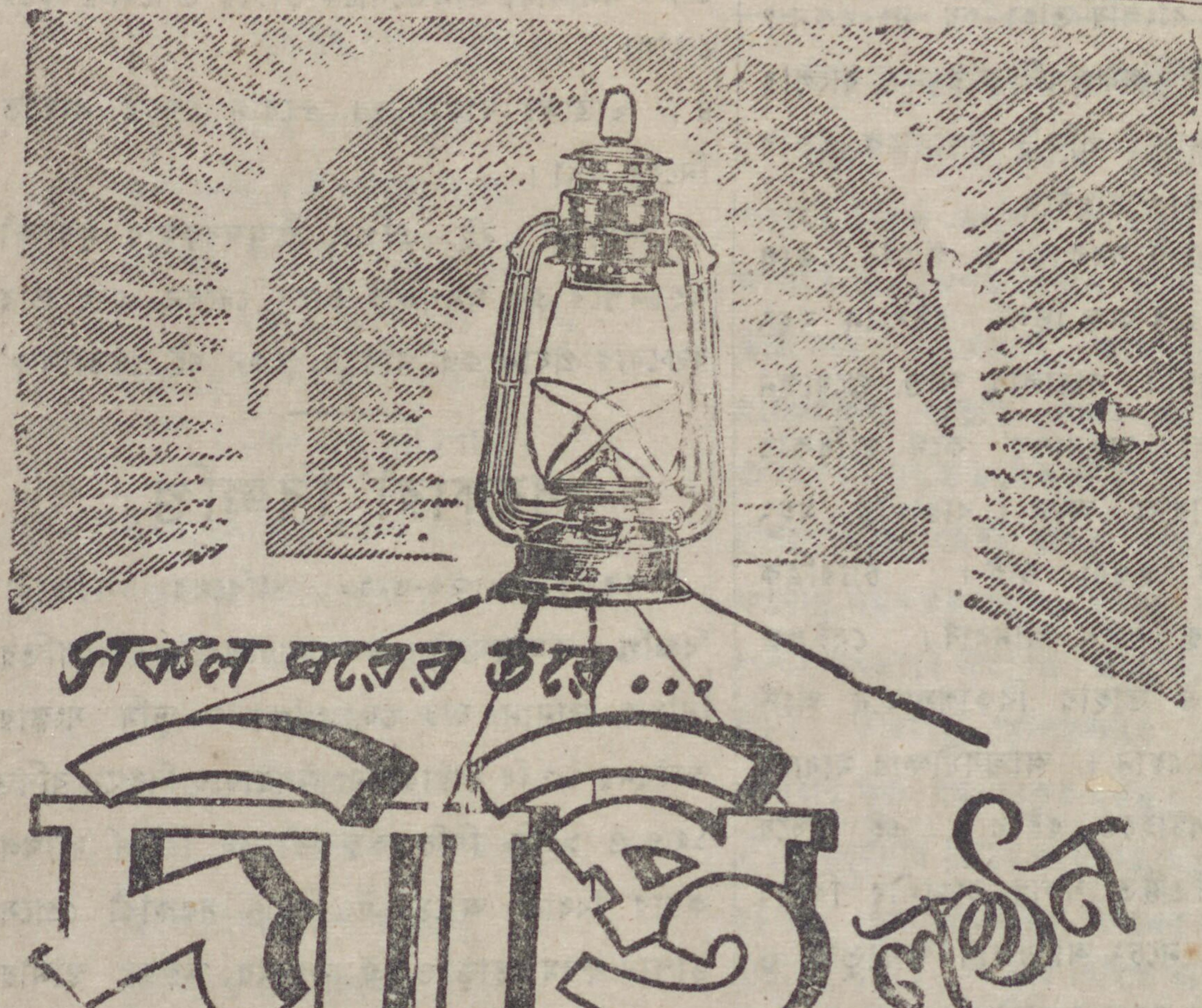

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রাঁধুনীর ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও পড়বে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বিক্রয়

জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের অনতিদূরে জাতীয় সড়কের চৌমাথায় পি, ডব্লিউ, ডি, বাংলোর সম্মুখস্থ রাস্তার দক্ষিণ সংলগ্ন ২৫ কাঠা জায়গা বিক্রয় করা হইবে।

ডাঃ নির্ম্মলকুমার চৌধুরী
C/o. নগেন্দ্র ফার্ম্মেসী
পোঃ খাগড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

যাদের ঘরে পয়সা আছে
আছে জমিদারী।
সব সমাজে নেতা তারা
করেন খুব সরদারী।

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে চৈত্র বুধবার সন ১৩৭৬ সাল।

জীবন যখন শুকায়ে যায়

একটি পরিচিত কথা শুনিয়াছি—বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। এখন দেখা যাইতেছে, তাহার আত্মবিস্মৃত একটা ঐতিহ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সুদূর অতীত হইতে আজ পর্যন্ত হিসাব করিলে দেখা যাইবে, এই বাঙ্গালার দেশসীমা প্রাক্-ইংরাজ-শাসনকাল হইতে ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া এখন একটা কোণ মাত্র সম্বল হইয়াছে। আর সেই সঙ্গে বর্তমানে কোণঠাসা অবস্থায় উপনীত এই বাঙালী। সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার কবিতায় বাঙালীর যে অতীত গৌরবের কথা শুনাইয়াছেন, আজ তাহা যেন অত্যন্ত বেসুরা লাগে। মনে হয়, ইহা যেন আমাদের আরও ঝিমাইয়া দিতেছে।

যে বঙ্গের নগণ্য অঙ্গে আমরা টিকিয়া আছি, সেখান হইতেও আস্তে আস্তে উৎখাত হইতে চলিয়াছি। কর্মসংস্থানে এখানে আমাদের সুযোগ-সুবিধা কম। কোন কর্মখালিতে বেকার বাঙালীর আবেদনপত্রের পাহাড় জমে। নিয়োগের ব্যাপারে প্রথম পুরুষ বহুবচন সৌভাগ্যের তিলক পরে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা না তোলাই ভাল। সেখানে অবাঙালীর অপ্রতিহত রাজত্ব। আর ঐ সব ধন-কুবেররা লক্ষ্মীর প্রসাদে রাজনীতির ক্ষেত্রেও অনেক প্রভাব বিস্তার করিতেছে। আর তাহার ফলে বাংলা ও বাঙালীর স্বার্থ গঙ্গাযাত্রা করিতেছে। যতই জিগির শুনি প্রাদেশিকতাবোধ পরিহারের, ততই দেখি বাংলা ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে এই প্রাদেশিকতাবোধের বিষ তীব্র। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যগুলি কি ধোওয়া তুলসীপাতা?

এই রাজ্যে বসবাসকারী ও শোষণকারী যত অবাঙালী ধনী ব্যক্তি ও তাহাদের প্রসাদপুষ্ট অবাঙালী শ্রমিক-মজুরেরা একটা বিরাট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে। ইহাদের চটাইয়া আখের নষ্ট করিতে কে চায়? আজ সরকার যেখানে সাক্ষীগোপালমাত্র, সেখানে বাঁচার ও আপন অস্তিত্ব টিকাইবার দাবী বাঙালীকে জোরদার করিতে হইবে। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন যদি ভারতের আর সব রাজ্যে হয়, বাংলায় তাহা হয় না কেন? কেন বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি এখনও বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে না? প্রতিটি বাঙালীকে ইহার জন্য সোচ্চারে প্রশ্ন করিতে হইবে।

ক্ষমতাচ্যুত যুক্তফ্রন্ট সরকার ত স্বার্থের ঝোল লইয়া রসনা সিক্তকরণে ব্যস্ত ছিল; সেখানে মহৎ কিছুর আশা করা বৃথা। বাঙালীর আশু প্রয়োজন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অপরাপর কর্মে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার। দ্বিতীয়তঃ আজ বাঙালীর মহৎ নীতিবোধ জাগ্রত হওয়া চাই। চারিত্রিক মেরুদণ্ডহীন জাতির ধ্বংস অনিবার্য। সেইজন্য চরিত্রের দৃঢ়তা ও তাহার বিকাশসাধনে আজ বাঙালী যুবক অগ্রণী হোন। আত্মসমীক্ষার মাধ্যমে আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটাইতে হইবে। এই বিষয়ে দেশের প্রতিটি সুপ্রতিষ্ঠিত সম্পন্ন বাঙালীর বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। নচেৎ আজিকার আত্মতুষ্টি ও নিশ্চিন্তভাবে একদিন সমগ্র বাঙালীর সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিবে।

খাগড়াঘাট ষ্টেশনে আলো

অবশেষে খাগড়াঘাট ষ্টেশনে আলো জ্বললো। এখানেও আলোর ব্যবস্থাটুকু নিয়ে বহুদিন থেকে কাগজে লেখালেখি, তদ্বির তদারক হচ্ছিল। সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন সম্বন্ধে এত লেখালেখি করে, তদ্বির করেও যে তিমিরে সেই তিমিরে।

ঘরোয়া পরিবেশে সুশীল ধাড়া

গত ৩রা এপ্রিল বহরমপুর জেলা বাংলা কংগ্রেস কার্যালয়ে জেলার প্রতিনিধি-স্থানীয়-বাংলা কংগ্রেস কর্ম্মীগণের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উহাতে রাজ্য বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সর্বশ্রী সুশীল ধাড়া এক নাতীদীর্ঘ ভাষণ দেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল, 'বাংলা কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা' এবং 'যুক্তফ্রন্ট ভাঙলো কেন' এই সম্বন্ধে আলোচনা করা।

বাংলা কংগ্রেসের পরবর্ত্তী কর্মপন্থা সম্বন্ধে তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল,

১। সর্বপ্রকার অরাজকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

২। সুষ্ঠু উপায়ে ভূমিহীনদের ভূমিদান।

৩। অনাবাদী জমিগুলোকে চাষের উপযোগী করে তোলা।

৪। ছাত্রদের রাজনীতির প্রয়োগ ক্ষেত্রে নামতে নিষেধ করা।

আগামী ৯ই এপ্রিল শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জ্জী বহরমপুরে এক জনসভায় ভাষণ দেবেন এবং তাঁর বক্তব্যের প্রধান কথা থাকবে, 'কেন এই পদত্যাগ?'

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

অত্রাফিসের ২৬-৩-৭০ তারিখের সরকারী বিজ্ঞপ্তি ক্রমানুযায়ী জনসাধারনের পুনরাবগতির নিমিত্ত জানান যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের ২৩ বি ধারার ২নং উপধারার বিধানে বর্ণিত ১৫এ ও ১৫বি বিধি অনুযায়ী যে রিটার্ণ দাখিল করার বিধান আছে ঐ রিটার্ণ সরকারী প্রেসে ছাপান ফরম ছাড়াও ঐ ফরমের অনুরূপ স্থানীয় প্রেসে ছাপান ফরমেও রায়তগণ রিটার্ণ দাখিল করিতে পারিবেন। সরকারী প্রেসে ছাপান ফরম স্ব স্ব এলাকার তহশীলদারের নিকট হইতে প্রতিখানা ১০ পয়সার বিনিময়ে ২০/৪/৭০ তারিখের পর হইতে পাওয়া যাইবে।

স্বাঃ এস, চাটার্জ্জী
অতিরিক্ত জেলা শাসক
(ভূমি গ্রহণ)
মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর

॥ জীবনরঙ্গ ॥

রসরচনা

(স্থু—মো-দে)

--: :—

তেরশ' সাতাত্তর সালের
নূতন-খাতা মহরতে—
'লাল চিঠি' পেয়েছি অনেক
বিশ-পঁচিশটা দোকান হতে।

আশি টাকা মাস মাহিনায়
চলেনাত দেনা বাড়ায়,
ষাট টাকা এক'মণ চালে
বাড়ী ভাড়াও একুশ টাকা,
ডাল তেল নুন কিনতে মাসেও
অবশিষ্ট সকল ফাঁকা।

সজ্জী আনাজ আমিষ ভুলে
ডাল ভাত খাই তেঁতুল গুলে,
জুটবেনা আর ভাত দু'বেলাও
খেতে হবেই ছাতু আটা,
পেট রোগা সব জাত বাঙালী
জবর জব্দ নাটাপাটা।

কয়লা গোলায় লাইন দিলে
পাঁচ সের কয়লা ভাগ্যে মিলে,
চাকরি করি—কি কয়লা কিনি
সমস্যারই না পাই কূল,
অফিসে খাই সাহেব-গালি
ঘরে গিন্নীর বেজায় হুল্।

ছেলেমেয়েরা পাশ করেছে
বুকলিষ্টও এনে দিয়েছে,
কিনতে হবে বইও তাদের
অবিলম্বে তাড়াতাড়ি,
গিন্নীর দাবী চাইই একটি
নববর্ষে 'বালুচর' শাড়ি।

ভাতের ভাব্না কর-দাপটে
যেতেই হবে শেষে রাঁচি,
ক্ষিদা হলে লাইকা-সাথী
জীবনরঙ্গ হতে বাঁচি।

জেলায় নতুন ট্রেণ

১লা এপ্রিল লালগোলা থেকে আর একখানা নতুন ট্রেন চালু হল। ট্রেনখানি সকাল সাতটা আঠার মিনিটে বহরমপুর কোর্ট ষ্টেশন থেকে রানাঘাট পর্যন্ত যাবে। আর বিকেলে—রানাঘাট থেকে ছেড়ে সন্ধ্যে ৬-১ মিঃ বহরমপুরে পৌছাবে। পীরতলায় নতুন হল্ট হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এ অঞ্চলে সকালের দিকে আর একখানি ট্রেনের দাবী নিয়ে একটা আন্দোলন চলছিল অনেকদিন থেকে। কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদ জেলা পি-এস-ইউর নেতৃত্বে কাশিমবাজার, বহরমপুরে ছাত্ররা ট্রেন আটক করে রেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেলে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। সে দাবীর খানিকটা এতে পুরণ হল।

মশক-দংশনে জনজীবন অতিষ্ঠ

জঙ্গিপুর পৌর-সভার রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের বিস্তৃত এলাকায় প্রতিদিন অসংখ্য মশককুল জন্মিতেছে। মশক-দংশনে জনজীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি সকল স্থানেই ইহার সমান প্রতাপ। রাত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়িতে বসিয়া মশক-দংশনে অস্থির হইয়া যায়। স্থিরচিত্তে পাঠে মন সংযোগ সম্ভব হয় না। পৌর সদস্যগণও মশক-দংশন সমভাবে উপলব্ধি করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা মিলিতভাবে মশক-জন্ম রোধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। পূর্ব্বে নর্দ্দমায় ও এঁদো জায়গায় ব্লিচিং পাউডার ও কেরোসিন দেওয়া হইত। এখন মশক-কুল নিধনের ব্যবস্থা করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অচিরে বিহিত ব্যবস্থা করিয়া জন-সাধারণের সহায়তা করুন।

পোক্তা বাটী বিক্রয়

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর জঙ্গিপুর বারুইপাড়া মহল্লায় সদর রাস্তার পার্শ্বে চারি কাঠা জায়গার উপর তিন কামরা পাকা ঘর, পায়খানা ও ইন্দারা সহ বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ করুন।

মীর কোরবান আলি
সাং পাউলী, পোঃ খেরুর (মুর্শিদাবাদ)

বিস্মৃত অতীত থেকে

আজ থেকে এগার বৎসর পূর্ব্বে পিতৃদেব স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় 'জঙ্গিপুর সংবাদে' 'ফরাক্কা—বাঁধ' শিরোনামা দিয়ে একটি ছোট্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। আমরা সেই অতীতকে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। —সম্পাদক

'ফরাক্কা' শব্দটি সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইবেন—ফর+অক্কা=ফরাক্কা। ফর্ (FOR—জন্য) অক্কা (মৃত্যু)। সকল বিশেষজ্ঞের মত যদি ফরাক্কায় বাঁধ নির্ম্মাণ না হয় তবে ভাগীরথী নদী ও কলিকাতার অক্কা অর্থাৎ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কয়েকদিন আগেই একজন অতিমানব কলিকাতাকে মৃত সহর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কলিকাতা বন্দর নষ্ট হইলেই কলিকাতা মৃত হওয়া বই ইহার জীবনীশক্তি রক্ষিত হইবে না।

আট দশ বৎসর পূর্ব্বে, ফরাক্কা বাঁধ নির্ম্মাণ নীতি হিসাবে গৃহীত হইলেও বাংলা কংগ্রেস ও পশ্চিমবাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে তার কাজ স্থরু করতে পেরেছেন কি? কেহ কেহ হয়তো মনে করিতেছেন যে, পাতিল সাহেব যখন সমর্থন করিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই ফরাক্কা বাঁধ না হইয়া যাবে কোথা? কিন্তু একটু ভেবে বুঝতে গেলে শ্রীপাতিল যে ধাঁধার ফাঁদ পাতিলেন—এতদিন যাও বা আশা ছিল শ্রীপাতিল পাকিস্থানকে এর সঙ্গে জড়ানোর জন্য ফরাক্কা বাঁধের সে আশা অক্কা পাইবে।

একাঙ্ক নাট্য-প্রতিযোগিতা

সারা বাংলা একাঙ্ক নাট্য-প্রতিযোগিতা পরিচালনায় বহরমপুর কালেক্টরেট ক্লাব ১৬ই মে হইতে ২৩শে মে ১৯৭০ পর্য্যন্ত বিশদ বিবরণের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অনুসন্ধান করুন।

স্বাঃ বিমলেন্দু সেন
সম্পাদক, কালেক্টরেট ক্লাব, বহরমপুর

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

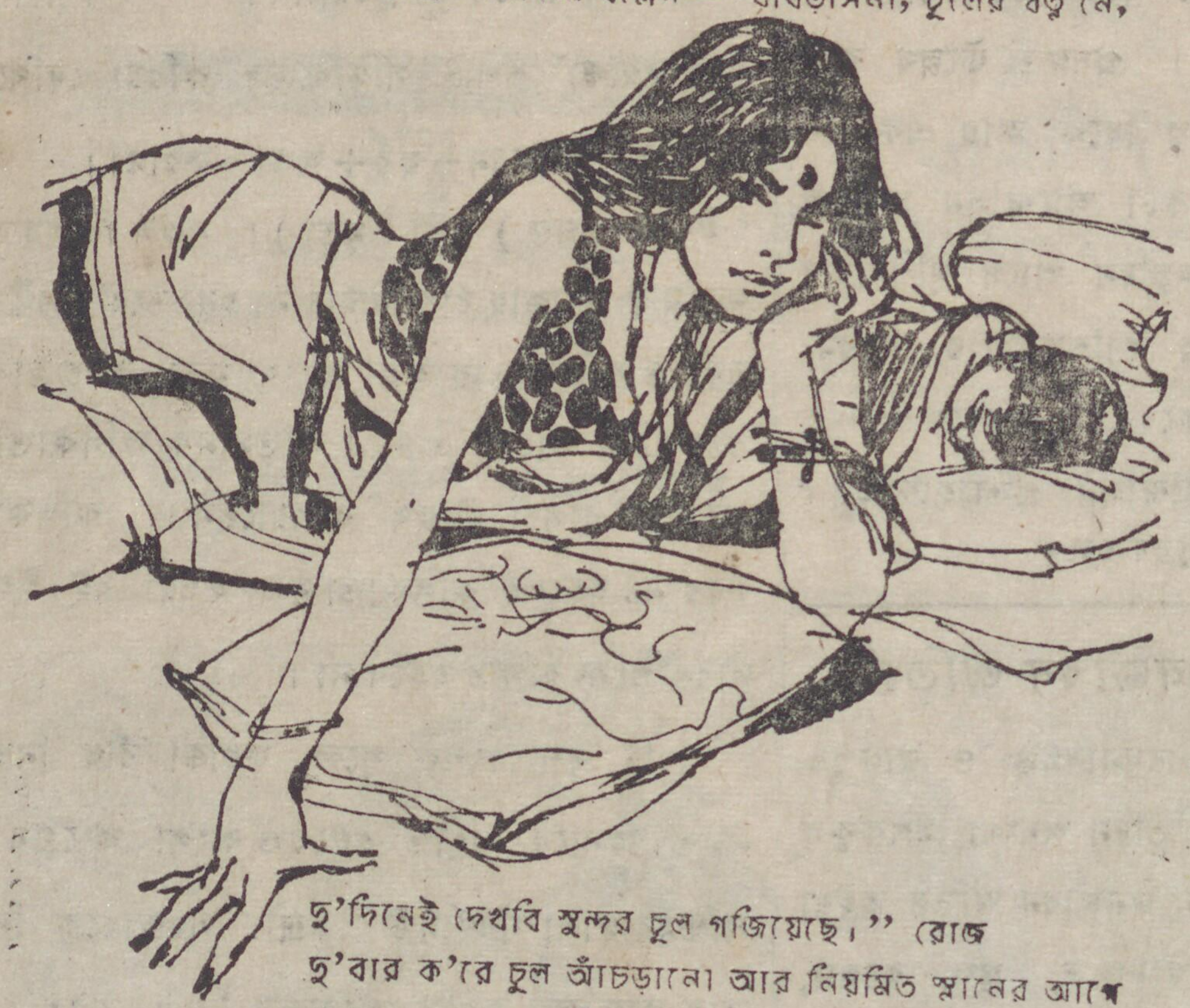

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম
কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—**শ্রীনবীগোপাল সেন**, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও **অঞ্চল** পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্টীট, কলিকাতা-৫
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

ক্যান্সার সম্পর্কে সতর্ক হোন

মনে রাখবেন ক্যান্সার এক ভয়ানক রোগ। প্রতি বছর ভারতবর্ষে ক্যান্সারে সাড়ে চার লক্ষ লোক মারা যায়। তবুও প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করলে এ রোগ থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। ক্যান্সারের সাধারণ লক্ষণ :—

১। বারবার অতিরিক্ত রক্তস্রাব বা কোন সময় অস্বাভাবিক রক্তপাত।
২। স্তন বা শরীরের অন্য কোথাও অধিক শক্ত হয়ে বা ফুলে থাকা।
৩। যদি কোন ঘা অনেক দিন পর্য্যন্ত শুকোতে না চায়।
৪। কিছুদিন স্থায়ী পেট-ব্যথা, পেটের গোলমাল বা বদহজম ও প্রস্রাবের পরিবর্ত্তন।
৫। কিছুদিন স্থায়ী গলাভাঙা বা কাশি।
৬। কোন সময় খাবার গেলার অসুবিধা
৭। তিল বা আঁচিলের কোনরূপ পরিবর্ত্তন।
৮। শরীরের ক্রমশঃ ওজন হ্রাস ও অরুচি বোধ।

উপরোক্ত লক্ষণগুলি হ'ল ক্যান্সারের বিপদ সঙ্কেত। সন্দেহ হলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসকের কাছে যান এবং উপযুক্ত চিকিৎসা করুন ও রোগমুক্ত হোন। "মনে রাখবেন রোগ চেপে রাখবার গোপন প্রবৃত্তিই মৃত্যুর কারণ হতে পারে।" (বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ হইতে প্রচারিত)

আমফলন

জঙ্গিপুর মহকুমায় এবার আমের মুকুল যেরূপ হইয়াছিল তাহাতে সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে, প্রচুর পরিমাণে আম হইবে। ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি ও উপর্য্যুপরি দুইদিন কুয়াসা পড়ায় আমের মুকুল প্রায় একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলার আমের ফলন আশানুরূপ হইবে না।